নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১

(১৯৫১ সনের ২ নং আইন)

সুচিপত্র

ধারাসমূহ

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন

২। সংজ্ঞা

৩। এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে নাগরিকত্ব

৪। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব

৫। বংশসূত্রে নাগরিকত্ব

৬। অভিবাসনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব

৭। বাংলাদেশের ভূখণ্ড হইতে অভিবাসনকারী ব্যক্তিবর্গ

৮। বিদেশে অবস্থিত কতিপয় ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার

৯। ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব

১০। বিবাহিত নারী

১১। নাবালকের নিবন্ধন

১২। নিবন্ধনের তারিখ হইতে নিবন্ধনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব আরম্ভ

১৩। ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্ব

১৪। দ্বৈত নাগরিকত্ব বা জাতীয়তার অননুমোদন

১৫। নাগরিক হওয়া ব্যক্তিদের কমনওয়েলথ নাগরিকের মর্যাদা

১৬। নাগরিকত্ব হরণ

১৭। আবাসন সার্টিফিকেট

১৮। ক্ষমতার্পণ

১৯। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সন্দেহের ক্ষেত্রে

২০। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকগণের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন

২১। শাস্তি

২২। ব্যাখ্যা

২৩। বিধিমালা

তপশিল

নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১

(১৯৫১ সনের ২ নং আইন)

[১৩ এপ্রিল, ১৯৫১]

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল:-

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই আইন [১][* * *] নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- এই আইনে-

"**বিদেশি**" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের অথবা কোনো কমনওয়েলথ রাষ্ট্রের নাগরিক নন;

"**পাক-ভারত উপমহাদেশ**" অর্থ, মূল প্রণয়নকৃত, ভারত শাসন আইন, ১৯৩৫ এ সংজ্ঞায়িত ভারত;

"**নাবালক**" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যাহার বয়স ২১ (একুশ) বৎসর পূর্ণ হয় নাই, সাবালকত্ব আইন, ১৮৭৫ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন;

"**নির্ধারিত**" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত;

"**কমনওয়েলথ নাগরিক**" অর্থ এমন কোনো ব্যক্তি যাহার বৃটিশ নাগরিকত্ব আইন, ১৯৪৮ এর অধীন কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব রহিয়াছে;

"**বৃটিশ সুরক্ষিত ব্যক্তি**" অর্থ বৃটিশ নাগরিকত্ব আইন, ১৯৪৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বৃটিশ সুরক্ষিত ব্যক্তির মর্যাদা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তি।

৩। এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে নাগরিকত্ব।- এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন-

(ক) যিনি বা যাহার পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহী বর্তমানে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত কোনো এলাকায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যিনি বা যাহারা ১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ এর পর হইতে বাংলাদেশের বাহিরের কোনো রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না; অথবা

(খ) যিনি বা যাহার পিতামাতা বা পিতামহ-পিতামহীর কোনো একজন এমন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন যাহা ৩১ মার্চ, ১৯৩৭ এ ভারতের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং যাহার বা যাহাদের এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে বাংলাদেশে অথবা বর্তমানে বাংলাদেশের ভূখণ্ডের অংশ এমন এলাকায় উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ এর অংশ ২ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে স্থায়ী নিবাস রহিয়াছে বা ছিল, তবে যিনি বাংলাদেশ অথবা বাংলাদেশের সরকারি বা প্রশাসনিক দায়িত্বে নিযুক্ত ছিলেন এমন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন না; অথবা

---

[১] "পাকিস্তান" শব্দটি বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ্) অর্ডার, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ অনুচ্ছেদ বলে বিলুপ্ত।

(গ) যিনি বাংলাদেশে বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন, এবং যিনি এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিয়া থাকিলেও এই আইন কার্যকর হইবার তারিখের পূর্বেই যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত ঘোষণার মাধ্যমে উল্লিখিত নাগরিকত্ব বর্জন করিয়াছেন; অথবা

(ঘ) যিনি এই আইন কার্যকর হইবার পূর্বে পাক-ভারত উপমহাদেশের ভূখন্ড যাহা বাংলাদেশের ভূখন্ডের অংশ নয় এমন স্থান হইতে স্থায়ী বসবাসের নিমিত্ত বর্তমানে বাংলাদেশের ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অভিবাসন করিয়াছেন।

৪। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব।- এই আইন কার্যকর হইবার পর বাংলাদেশের ভূখন্ডে জন্মগ্রহণ করা সকল ব্যক্তি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন এমন কোনো ব্যক্তি নাগরিক হইবেন না, যাহার জন্মের সময়-

(ক) তাহার পিতার, মামলা ও আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে, এমন দায়মুক্তি রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি সার্বভৌম শক্তির কোনো দূতকে দেয়া হইয়া থাকে এবং যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন; অথবা

(খ) তাহার পিতা একজন বিদেশি শত্রু এবং যে স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন উহা তৎকালে বিদেশি শক্তি দ্বারা দখলকৃত ছিল।

৫। বংশসূত্রে নাগরিকত্ব।- ধারা ৩ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইন কার্যকর হইবার পর জন্মগ্রহণ করা কোনো ব্যক্তি বংশসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন যদি তাহার [১][পিতা বা মাতা] তাহার জন্মের সময় বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া থাকেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত ব্যক্তির [২][পিতা বা মাতা] যদি কেবল বংশ সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই ধারার অধীন উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইতে পারিবেন না, যদি না-

(ক) উক্ত ব্যক্তির জন্ম বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশে হইয়া থাকিলে, পরবর্তীতে সেই দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কন্সুলেট বা মিশনে তাহার জন্ম নিবন্ধন করা হয়, অথবা উক্ত দেশে বাংলাদেশের কন্সুলেট বা মিশন না থাকিলে, নির্ধারিত কন্সুলেট বা মিশনে, অথবা উক্ত দেশের সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী অন্য কোনো দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কন্সুলেট বা মিশনে জন্ম নিবন্ধিত হয়; অথবা

(খ) উক্ত ব্যক্তির জন্মের সময় তাহার [৩][পিতা বা মাতা] বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে নিযুক্ত থাকেন।

৬। অভিবাসনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব।- (১) সরকার, এই আইনের অধীন আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile) প্রাপ্তির প্রেক্ষিতে, কোনো ব্যক্তিকে অভিবাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে যিনি এই আইন কার্যকর হইবার পর এবং ১ জানুয়ারি, ১৯৫২ এর পূর্বে বাংলাদেশের ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত নহে এইরূপ পাক-ভারত উপমহাদেশের কোনো ভূখন্ড হইতে স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের ভূখন্ডের অন্তর্ভুক্ত এলাকায় অভিবাসন করিয়াছেন:

---

[১] "পিতা" শব্দটির পরিবর্তে "পিতা বা মাতা" শব্দগুলি নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৭ নং আইন) এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত (৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

[২] "পিতা" শব্দটির পরিবর্তে "পিতা বা মাতা" শব্দগুলি নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৭ নং আইন) এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত (৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

[৩] "পিতা" শব্দটির পরিবর্তে "পিতা বা মাতা" শব্দগুলি নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৭ নং আইন) এর ২ ধারা বলে প্রতিস্থাপিত (৩১ ডিসেম্বর, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে এই উপ-ধারার অধীন আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile) প্রাপ্তির আবশ্যকতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(২) পূর্ববর্তী উপ-ধারার অধীন অনুমোদিত নিবন্ধন উল্লিখিত ব্যক্তির পাশাপাশি তাহার স্ত্রী, যদি থাকে, যদি না বিবাহ বিচ্ছেদ হইয়া থাকে, এবং তাহার উপর সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে নির্ভরশীল কোনো নাবালক সন্তানকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে।

৭। বাংলাদেশের ভূখন্ড হইতে অভিবাসনকারী ব্যক্তিবর্গ।- ধারা ৩, ৪ এবং ৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১ মার্চ, ১৯৪৭ এর পর কোনো ব্যক্তি বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত কোনো ভূখন্ড হইতে বর্তমান ভারতের অন্তর্ভুক্ত কোনো ভূখন্ডে অভিবাসন করিয়া থাকিলে, তিনি উক্ত ধারাসমূহের অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যিনি বর্তমান ভারতের অন্তর্ভুক্ত ভূখন্ডে অভিবাসনের পর আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা দ্বারা পুনর্বাসন বা প্রত্যার্পণের অনুমতিপত্র গ্রহণপূর্বক বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত ভূখন্ডে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

৮। বিদেশে অবস্থিত কতিপয় ব্যক্তির নাগরিকত্বের অধিকার।- সরকার, এতদুদ্দেশ্যে উহার বরাবর দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে, যিনি অথবা যাহার পিতা বা পিতার পিতা পাক-ভারত উপমহাদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং যিনি এই আইন কার্যকর হইবার তারিখে মূলত বাংলাদেশের বাহিরের কোনো রাষ্ট্রের নিবাসি ছিলেন, যদি তিনি, সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হইলে, আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile) অর্জন করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এমন কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile) প্রয়োজন হইবে না, যিনি বাংলাদেশের পাসপোর্টের সুরক্ষাধীনে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিতেছেন, অথবা যাহার পিতা বা পিতার পিতা এই আইন কার্যকর হইবার সময় বাংলাদেশে বসবাস করিতেছেন এবং উল্লিখিত আবেদন দাখিলের পূর্বেই বাংলাদেশের নাগরিক হইয়াছেন।

৯। ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব।- সরকার, ন্যাচারালাইজেশন আইন, ১৯২৬ এর অধীন ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে, তাহাকে ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উপরি উল্লিখিত ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট ব্যতীত, যেকোনো ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে।

১০। বিবাহিত নারী।- (১) যেকোনো নারী যিনি বৃটিশ নাগরিকের সহিত বিবাহের ফলে ১ জানুয়ারি, ১৯৪৯-এর পূর্বে বৃটিশ নাগরিকত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহার স্বামী বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করিলে, তিনিও বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এবং (৪) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, বাংলাদেশের নাগরিকের অথবা মৃত্যু না হইয়া থাকিলে ধারা ৩, ৪ বা ৫ এর অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হইতেন এমন কোনো ব্যক্তির সহিত বিবাহিত কোনো নারী, নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকার বরাবর আবেদনের প্রেক্ষিতে, এবং তিনি বিদেশি হইয়া থাকিলে আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile) প্রাপ্তি এবং এই আইনের তপশিলে উল্লিখিত ফরমে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ সাপেক্ষে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত হইবার অধিকারী হইবেন, তাহার বয়স ২১ (একুশ) বৎসরের কম হউক বা না হউক এবং তাহার পূর্ণ সক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক।

(৩) উপরিউক্ত বিধান সাপেক্ষে, মৃত্যু না হইয়া থাকিলে ধারা ৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন (তিনি উক্ত উপ-ধারার অধীন অভিবাসন করিয়া থাকেন অথবা ধারা ৭ এর শর্তাংশের অধীন অভিবাসন করিয়াছেন মর্মে গণ্য হন বা না হন) বাংলাদেশের নাগরিক হইতেন এমন ব্যক্তির সহিত বিবাহিত নারী উপ-ধারা (২) এর অধীন নাগরিকত্ব লাভের

অধিকারী হইবেন, তবে শর্ত থাকে যে, তিনি বিদেশি হইলে, তাহাকে উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত সার্টিফিকেট প্রাপ্তি এবং শপথ গ্রহণ করিতে হইবে।

(৪) ধারা ১৪ এর অধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সমাপ্তি ঘটিয়াছে অথবা এই আইনের অধীন বাংলাদেশের নাগরিকত্ব হরণ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি এই ধারার অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত হইতে পারিবেন না, তবে সরকারের পূর্বানুমতি সাপেক্ষে, তিনি নিবন্ধিত হইতে পারিবেন।

১১। নাবালকের নিবন্ধন।- (১) সরকার, বাংলাদেশের নাগরিক নাবালক শিশুর পক্ষে তাহার পিতামাতা বা অভিভাবক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে, উক্ত শিশুকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করিতে পারিবে।

(২) সরকার, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পারিপার্শ্বিকতায়, যেকোনো শিশুকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে।

১২। নিবন্ধনের তারিখ হইতে নিবন্ধনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব আরম্ভ।- বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত যেকোনো ব্যক্তি নিবন্ধনের তারিখ হইতে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১৩। ভূখণ্ড অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে নাগরিকত্ব।- কোনো ভূখণ্ড বাংলাদেশের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হইলে, রাষ্ট্রপতি আদেশ দ্বারা, উক্ত ভূখণ্ডের সহিত সম্পর্কের কারণে, যে সকল ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন; এবং অনুরূপ সকল ব্যক্তি, আদেশে উল্লিখিত তারিখ হইতে এবং শর্তসাপেক্ষে, বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১৪। দ্বৈত নাগরিকত্ব বা জাতীয়তার অননুমোদন।- (১) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি যদি এই আইনের অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হন এবং একই সাথে অন্য কোনো রাষ্ট্রের নাগরিক বা অধিবাসি (national) হন, তাহা হইলে, তিনি উক্ত বিদেশি রাষ্ট্রের আইন মোতাবেক উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পরিত্যাগের বা অধিবাসি না থাকিবার ঘোষণা না করিলে, তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সমাপ্তি ঘটিবে।

(১ক) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই ২১ (একুশ) বৎসরের কম বয়েসি কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(২) অনুসমর্থনকারী রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক যতক্ষণ উক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক থাকিবেন, ততক্ষণ উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই তাহার প্রতি প্রযোজ্য হইবে না।

১৫। নাগরিক হওয়া ব্যক্তিদের কমনওয়েলথ নাগরিকের মর্যাদা।- এই আইনের অধীন বাংলাদেশের নাগরিক হওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি কমনওয়েলথ নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

১৬। নাগরিকত্ব হরণ।- (১) যদি পরবর্তী উপ-ধারাসমূহের অধীন আদেশ দ্বারা বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব হরণ করা হয়, তাহা হইলে তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সমাপ্তি ঘটিবে।

(২) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, সরকার আদেশ দ্বারা কোনো নাগরিকের নাগরিকত্ব হরণ করিতে পারিবে যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যক্তি আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile), অথবা ন্যাচারালাইজেশন আইন, ১৯২৬ এর অধীন ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা বা গুরুত্বপুর্ণ তথ্য গোপন করিয়াছেন, অথবা তাহার ন্যাচারালাইজেশন সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করা হইয়াছে।

(৩) এই ধারার বিধানাবলি সাপেক্ষে, ন্যাচারালাইজেশনের মাধ্যমে নাগরিকত্ব পাইয়াছেন এমন যেকোনো নাগরিককে সরকার, আদেশ দ্বারা, তাহার নাগরিকত্ব হরণ করিতে পারিবে, যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত নাগরিক-

(ক) তাহার কথা বা কর্ম দ্বারা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি তাহার অবিশ্বস্ততা বা অনানুগত্য প্রকাশ করিয়াছেন; অথবা

(খ) বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করিতেছে বা করিয়াছে এমন কোনো যুদ্ধে বেআইনিভাবে শত্রুপক্ষের সহিত যোগাযোগ বা লেনদেন করিয়াছেন বা এমন কোনো কর্মে নিযুক্ত হইয়াছেন যাহা যুদ্ধে শত্রুপক্ষকে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে সংঘটিত বলিয়া তিনি অবগত ছিলেন; অথবা

(গ) ন্যাচারালাইজেশনের পাঁচ বৎসরের মধ্যে যেকোনো রাষ্ট্রে ১২ (বারো) মাসের অধিক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

(৪) সরকার, কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে, বা স্বপ্রণোদিত হইয়া, আদেশ দ্বারা, যেকোনো নাগরিকের নাগরিকত্ব হরণ করিতে পারিবে যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যক্তি এই আইন কার্যকর হইবার পর হইতে একাধিক্রমে সাত বৎসর বাংলাদেশের বাহিরের কোনো রাষ্ট্রে সাধারণত বসবাস করিতেছেন এবং উক্ত মেয়াদের মধ্যে তিনি-

(অ) কোনো সময়ে বাংলাদেশ সরকারের চাকুরিতে অথবা বাংলাদেশ সদস্য এমন কোনো আন্তর্জাতিক সংগঠনের চাকুরিতে নিযুক্ত ছিলেন না; অথবা

(আ) নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের কন্সুলেট বা মিশনে, অথবা কোনো দেশে বাংলাদেশের কন্সুলেট বা মিশন না থাকিলে, নির্ধারিত কন্সুলেট বা মিশনে, অথবা তিনি যে দেশে বসবাস করেন উহার সর্বাপেক্ষা নিকটবর্তী কোনো দেশে অবস্থিত বাংলাদেশের কন্সুলেট বা মিশনে তাহার বাংলাদেশি নাগরিকত্ব বজায় রাখিবার অভিপ্রায় সম্পর্কে বাৎসরিক কোনো নিবন্ধন করেন নাই।

(৫) সরকার এই ধারার অধীন কোনো ব্যক্তির নাগরিকত্ব হরণ করিবার আদেশ জারি করিবে না, যতক্ষণ না সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বজায় রাখিলে উহা জনস্বার্থ পরিপন্থি হইবে।

(৬) সরকার এই ধারার অধীন আদেশ জারির পূর্বে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ জারির প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে আদেশের কারণ সম্পর্কে অবহিত করিবে এবং কেন তাহার বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ জারি করা হইবে না তৎমর্মে তাহাকে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবে।

(৭) যদি এই ধারার উপ-ধারা (২) এবং ৩ এ উল্লিখিত কোনো কারণে আদেশ জারির প্রস্তাব করা হয় এবং যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদেশ জারির প্রস্তাব করা হইয়াছে তিনি নির্ধারিত পদ্ধতিতে অনুসন্ধানের আবেদন করেন, তাহা হইলে অনুরূপক্ষেত্রে এবং অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে, সরকার বিষয়টি বিবেচনার জন্য একটি অনুসন্ধান কমিটির নিকট প্রেরণ করিবে যাহা সরকার কর্তৃক নিযুক্ত বিচারিক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন চেয়ারম্যান এবং সরকার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

১৭। আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile)।- সরকার, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উহার নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে এবং তথ্যসহকারে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যক্তি আবেদনের অব্যবহিত অনধিক এক বৎসর পূর্ব হইতে সাধারণত বাংলাদেশে বসবাস করিতেছেন এবং বাংলাদেশের নিবাসি হইয়াছেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে আবাসন সার্টিফিকেট (certificate of domicile) মঞ্জুর করিতে পারিবে।

১৮। ক্ষমতার্পণ।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, আদেশে নির্ধারিত কোনো কর্তৃপক্ষ বা কর্মকর্তা, উক্ত নির্দেশে উল্লিখিত প্রেক্ষাপটে এবং শর্তে, যদি থাকে, এই আইন দ্বারা সরকারের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও আরোপিত দায়িত্ব পালন করিতে পারিবে।

১৯। নাগরিকত্ব সংক্রান্ত সন্দেহের ক্ষেত্রে।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, তাহার নাগরিকত্বকে কেন্দ্র করিয়া সন্দেহ থাকিবার কারণে, আইনগত বা ঘটনাগত প্রশ্ন যাহাই হউক না কেন, সরকার বরাবর এতদুদ্দেশ্যে আবেদন করেন, সেইক্ষেত্রে সরকার তাহাকে এই মর্মে প্রত্যয়নপত্র মঞ্জুর করিতে পারিবে যে, প্রত্যয়নপত্রে উল্লিখিত তারিখে উক্ত ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

(২) উক্ত প্রত্যয়নপত্র, যদি না উহা প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা বা গুরুত্বপুর্ণ তথ্য গোপন করিয়া নেয়া হইয়া থাকে, উহাতে বর্ণিত বক্তব্যের চূড়ান্ত প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২০। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রসমূহের নাগরিকগণের বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন।- সরকার, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, কোনো কমনওয়েলথ নাগরিক বা বৃটিশ সুরক্ষিত ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে নিবন্ধিত করিতে পারিবে।

২১। শাস্তি।- যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো কিছু অর্জনের বা কোনো কার্য সম্পাদনে বাধা প্রদানের উদ্দেশ্যে এইরূপ কোনো বক্তব্য বা তথ্য প্রদান করেন যাহার গুরুত্বপূর্ণ বিবরণ মিথ্যা এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন অথবা যাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, অথবা তিনি উহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি [১][* * *] দণ্ডবিধির ধারা ১৭৭ এর অধীন দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

২২। ব্যাখ্যা।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যদি কোনো ব্যক্তি বিদেশে কোনো নিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে, অথবা কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সরকারের অনিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত জাহাজ বা বিমান যে স্থানে নিবন্ধিত হইয়াছিল সেই স্থানে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) এই আইনে উল্লিখিত কোনো ব্যক্তির জন্মের সময় তাহার পিতার মর্যাদা (status) বা বর্ণনাই পিতার মৃত্যুর পরে জন্মগ্রহণকারী কোনো ব্যক্তির পিতার মৃত্যুর সময়ের মর্যাদা (status) বা বর্ণনা হিসাবে বিবেচিত হইবে; এবং যেক্ষেত্রে মৃত্যু পূর্বে ঘটে এবং এই আইন কার্যকর হইবার পর জন্ম হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই আইন কার্যকর হইবার পরে পিতার মৃত্যু হইয়া থাকিলে যেরূপ মর্যাদা (status) বা বর্ণনা পিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইত, সেইরূপ মর্যাদা (status) বা বর্ণনাই তাহার মৃত্যুর সময় বিদ্যমান ছিল বলিয়া বিবেচিত হইবে।

২৩। বিধিমালা।- (১) এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) এই আইনের অধীন প্রণীত কোনো বিধি সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

তপশিল

শপথ বা হলফনামার নমুনা

(ধারা ১০ দ্রষ্টব্য)

"আমি (নাম) _____ নিবাসি (ঠিকানা) এই মর্মে শপথ /হলফ) করিতেছি যে, আমি বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিব এবং যথাযথ আনুগত্য প্রকাশ করিব।"

_____

[১] "পাকিস্তান" শব্দটি বাংলাদেশ (এ্যাডাপ্টেশন অব এক্সিসটিং লজ্) অর্ডার ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৮) এর ৬ অনুচ্ছেদ বলে বিলুপ্ত।